সমকাল

তারিখ 27 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

৩০৬ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক

■ চিলমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

খেরুয়ারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়

চিলমারী উপজেলার খেরুয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের পদ থাকলেও ৩০৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে পাঠদান করাচ্ছেন একজন মাত্র শিক্ষক। চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই বদলি হয়ে চলে গেছেন। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। গেলেও।

উপজেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চল নয়ারহাট ইউনিয়নের খেরুয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালে স্কুল থেকে ২২ শিক্ষার্থী পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই কৃতকার্য হয়। স্কুলটিতে চার শিক্ষকের পদ রয়েছে এবং নিয়মিত চার শিক্ষকই কর্মরত ছিলেন। ২০১৪ সালের শেষের দিকে সহকারী শিক্ষক সামিউল ইসলাম কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে রাজাহাট উপজেলায় বদলি নিয়ে চলে যান। একইভাবে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ও ৩ ফেব্রুয়ারি সহকারী শিক্ষক আয়শা আক্তার বদলি হয়ে গেলে কর্তব্যরত প্রধান শিক্ষক মশিহুর রহমান একাই ৩০৬ শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম চালাতে শুরু করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, উপজেলা শিক্ষা অফিস উৎকোচের বিনিময়ে স্কুলটির তিন সহকারী শিক্ষককে বদলি করেছে। স্থানীয়ভাবে আরও জানা যায়, স্কুলটি তদারকির জন্য কর্তৃপক্ষের কেউই কখনও সেখানে যান না। প্রধান শিক্ষক মশিহুর রহমান জানান, স্কুল থেকে একজন করে শিক্ষক বদলির সব প্রক্রিয়া শেষ করে শুধু যাওয়ার সময় বলে যায়। কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বারবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলে শিক্ষক দেওয়ার কথা বললেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।